শুচিস্মিতা

প্রঃ। ১৮। আন্তঃস্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তুমি প্রথম পুরস্কার পেয়েছ। তোমার বাবাকে সেই আনন্দের খবর জানিয়ে একটি চিঠি লেখ।

উঃ

৯৬/১এ, মহাত্মা গান্ধি রোড,
কলকাতা—৭০০০৩৪
১ এপ্রিল, ২০১৬

শ্রীচরণেষু মা,

গতকাল আন্তঃস্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করেছিলাম মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'। যখন আমি মাইকের সামনে বলছিলাম "আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়..................." তখন আমি যেন কানে শুনতে পাচ্ছিলাম এক ব্যর্থ মানুষের কান্না। আমার গলায় ভর করেছিল যেন অন্য এক আবেগ, যাতে মিশেছিল বিষণ্ণতা ও মানুষের দুঃখবোধ। যথেষ্ট আবেগ দিয়ে আমি কবিতাটি আবৃত্তি করলাম। শ্রোতারা সকলেই হাততালি দিল। প্রশংসা করল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং মেডেলটা গলায় পরিয়ে দেবার সময় বললেন, "খুব সুন্দর আবৃত্তি করেছ।" গর্বে আমার বুক ভরে গেল। মা তোমার মুখ তখন মনে পড়ল। তুমি যে কবিতা বড়ো ভালোবাস!

তুমি যদি অনুষ্ঠানে থাকতে, তবে বড়ো ভালো হত। ভালো থেকো ও সাবধানে থেকো। আমার প্রণাম নিও।

ইতি
স্নেহের
সুচি (সুচরিতা)

ডাকটিকিট

শ্রীশরৎকুমার দাস
গ্রাম ও পোঃ কেতুগ্রাম
জেলা ঃ বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাকে বলে? অন্তত তিনটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? অন্তত চারটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। সন্ধি করো :

জগৎ + মাতা =	কুৎ + ঝটিকা =	বৃক্ষ + ছায়া =
জগৎ + ঈশ =	তদ্ + লিখিত =	পরম্ + তপ =
সম্ + লগ্ন =	সৎ + উত্তর =	চলৎ + চিত্র =
সম্ + কার =	মধু + ছন্দা =	শরৎ + ইন্দু =
বিদ্যুৎ + লেখা =	পরাক্ + মুখ =	তদ্ + লিপি =
জগৎ + গুরু =	তদ্ + ত্ব =	ণিচ্ + অন্ত =
যষ্ + থ =	দিক্ + হস্তী =	বিদ্বৎ + জন =
পতৎ + অঞ্জলি =	সম্ + তাপ =	চিৎ + ময়ী =
সম্ + কৃতি =	সম্ + মিলন =	তদ্ + পরতা =
হৃদ্ + স্পন্দন =	অপ্ + জ =	উদ্ + চকিত =
জগৎ + নাথ =	ষট্ + রিপু =	স্বয়ম্ + বরা =
অপ্ + দ =	ভগবৎ + গীতা =	কিম্ + কর =
মৃৎ + ময় =	পরি + কার =	বন + পতি =
দিক্ + নাগ =	লভ্ + ত =	দিব্ + লোক =
উদ্ + যম =	যাচ্ + না =	সম্ + রক্ষণ =
সৎ + জন =	তদ্ + শ্রবণ =	সম্ + দেশ =
বৃহৎ + পতি =	সম্ + যোগ =	হৃদ্ + কমল =
তদ্ + পর =	তদ্ + মধ্যে =	

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ করো : উচ্ছৃঙ্খল, দিঙ্‌মণ্ডল, বৃষ্টি, সর্বংসহা, উচ্চারণ, মধুচ্ছন্দা, মুখচ্ছবি, অসদুপায়, তদবধি, উদ্বাস্তু, উন্নত, তজ্জন্য, উদ্ধার, হৃৎপদ্ম, সংশয়, তদ্রূপ, তল্লীলা, হরিশ্চন্দ্র, গোষ্পদ।

৫। শূন্যস্থান পূরণ করো :

____ + পর = তৎপর	পরি + কার = ____	সম্ + বোধন = ____
____ + তু = কিন্তু	____ + হার = সংহার	কিম্ + নর = ____
যাবৎ + ____ = যাবজ্জীবন	সৎ + ভাব = ____	পরি + ছন্ন = ____
____ + দশ = ষোড়শ	____ + মতি = সম্মতি	____ + ____ = তৎসম
উদ্ + ডীন = ____	____ + নী = রাজ্ঞী	____ + ____ = সঞ্চয়
দিক্ + বিজয়ী = ____	____ + লাস = উল্লাস	কিম্ + বদন্তি = ____
বি + ____ = বিচ্ছিন্ন	স + ছিদ্র = ____	সম্ + ঘাত = ____

সম্ + সর্গ = ____	তদ্ + পরতা = ____	পতৎ + অঞ্জলি = ____
গম্ + তব্য = ____	শরৎ + অম্বর = ____	____ + ____ = বৃষ্টি
ষট্ + মাস = ____	ষট্ + ঐশ্বর্য = ____	____ + ____ = উত্থাপক
____ + নর = কিন্নর	পৃথক + অন্ন = ____	____ + ____ = সম্রাজ
তদ্ + শ্রবণ = ____	বাক্ + ইন্দ্রিয় = ____	প্রাক্ + উক্তি = ____
এতদ্ + দ্বারা = ____	হরিৎ + বর্ণ = ____	____ + ____ = উদ্দীপ্ত
সম্ + সদ = ____	উদ্ + জল = ____	____ + ____ = মৃন্ময়
স্ব + ____ = স্বচ্ছন্দ	____ + ____ = উদ্ধৃতি	____ + ____ = নিয়ন্তা
বাক্ + ময় = ____	অসৎ + জন = ____	

Scanned by TapScanner

দুর্জয়, নির্ণয়, ভাস্কর, নীরস, ইতস্তত, ততোধিক, দুস্থ, চতুষ্পদ, অতএব, তিরস্কার, মনস্তাপ, মনোযোগ, পুনর্বার, শিরশ্ছেদ, তপোবন, পুরোধা, প্রাতভ্রমণ, নীরব, নিশ্চিহ্ন।

১৪। **সন্ধিবদ্ধ করো ঃ**

ভ্রাতুঃ + পুত্র =	সদ্যঃ + জাত =	নিঃ + রন্ধ্র =
নিঃ + উৎসাহ =	বাচঃ + পতি =	মনঃ + মোহন =
দুঃ + চিন্তা =	মনঃ + অভিলাষ =	শিরঃ + চুম্বন =
অন্তঃ + ঈক্ষ =	নিঃ + তরঙ্গ =	প্রাতঃ + আশ =

১৫। **সঠিক উত্তরের মাথায় √ চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) দুঃ + চিন্তা = দুসচিন্তা/দুশ্চিন্তা/দুঃচিন্তা। (খ) অন্তঃ + ঈপ = অন্তরিপ/অন্তঃরীপ/অন্তরীপ। (গ) চক্ষু + রোগ = চক্ষুরোগ/চক্ষুঃরোগ/চক্ষূরোগ। (ঘ) মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট/মনকষ্ট/মনোকষ্ট (ঙ) পুরঃ + হিত = পুরহিত/পুরোহিত। (চ) দুঃ + অদৃষ্ট = দুরাদৃষ্ট/দুরদৃষ্ট। (ছ) নিঃ + তেজ = নিঃস্তেজ/নিস্তেজ/নিস্তেজ। (জ) স্বঃ + গত = স্বগত/স্বর্গত। (ঝ) পুনঃ + উল্লেখ = পুনরুল্লেখ/পুনঃউল্লেখ

৪। **নিম্নলিখিত পদগুলোর ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো ঃ**

পুরুষসিংহ, মহাজন, যথাশক্তি, তুষারধবল, পিতাঠাকুর, ডাক্তারসাহেব, বেচাকেনা, দম্পতি, দুর্ভিক্ষ, কুশীলব, করকমল, মহোৎসব, মহর্ষি, অহর্নিশ, নিশীথশীতল, আমগাছ, পাদপদ্ম, মহর্ষি, আহার-বিহার, আলাপ-আলোচনা, প্রিয়জন, মহাসমুদ্র, মিশকালো, কর্ণার্জুন, ছায়াতরু, কুশাসন, শুভবিবাহ, মিঠেকড়া, ঘনশ্যাম,

Scanned by TapScanner

কুন্দশুভ্র, মনমাঝি, করপল্লব, মায়াডোর, অনুদার, আগাছা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কালবৈশাখী, শোকানল, জমাখরচ, বেবন্দোবস্ত, ঘিভাত, নীলোৎপল, কাজলকালো।

৫। সমাসবদ্ধ করো ও সমাসের নাম লেখো ঃ

ঘরে পালিত জামাই, যিনি ডাক্তার তিনিই সাহেব, মশা ও মাছি, রসায়ন বিষয়ক শাস্ত্র, আঁখি রূপ পাখি, বড়ো যে বাবু, অম্ল অথচ মধুর।

Scanned by TapScanner

..., সমস্তপদ, অলোপসমাস, বাক্যাশ্রয়ী সমাস।

১৫। **সমাসের সাহায্যে একপদে পরিণত করো ও সমাসের নাম করো ঃ**

কমলের মতো অক্ষি যার, অমৃতের ন্যায় মধুর, মুখ চন্দ্রের ন্যায়, জায়া ও পতি, মন রূপ মাঝি, অষ্ট অধিক দশ।

১৬। **সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করে সমাসের নাম লেখো ঃ**

খাওয়া ও দাওয়া, মহৎ যে অরণ্য, দুধে ও ভাতে, সর্দি ও কাশি, তুমি ও সে, মেজো যে বউ, পড়া যে তেল, ছায়া প্রদানকারী তরু, মাতার সদৃশ, রথের পশ্চাৎ, নগরীর সমীপে, কালকে অতিক্রম না করে, জন্ম ও মৃত্যু, বলে ও কয়ে, পঙ্কজ শোভিত কানন, জয় সূচক ধ্বনি, ষট্ আধিক দশা, কর কিশলের ন্যায়, চরণ কমলের ন্যায়, শান্ত অথচ শিষ্ট, অট্ট যে হাস্য, রোজ রোজ, মূর্তির মতো, দানের বিপরীত, বনের সদৃশ, অশন ও বসন, রয়ে ও বসে, আকাশ ও পাতাল, তেল নুন ও লকড়ি।

১৭। **নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে পরপদরূপে প্রয়োগ করে সমাসবদ্ধ পদ গঠন করে ও সমাসের নাম লেখো ঃ**

নিশা, কমল, শাখা, কোমল, অনল।

১৮। **ব্যাস বাক্য লেখো ও সমাসের নাম উল্লেখ করো ঃ**

প্রাণপাখি, পরমজ্ঞানী, ঝড়-বৃষ্টি, জয়পরাজয়, জীবনতরী, হিন্দু-মুসলমান, রাম, শ্যাম, যদু ও মধু, কালবৈশাখী, কীর্তিমন্দির, ডাক্তারসাহেব, মিঠেকরা, নবনীতকোমল, উপগ্রহ, প্রশাখা, প্রতিফল, আসমুদ্র, যথাযোগ্য, মিশকালো, নাবিকদস্যু, যাতায়াত, শ্যামবর্ণ, মহোৎসব, সিংহাসন, তুষারধবল, যথাশক্তি।

৭। নীচের বাক্যগুলি নির্দেশমতো বাক্যান্তর করো ঃ

যে গাড়ি চলছে তাতে উঠতে যেও না। (সরলবাক্যে)

আমি মরিলে সে মরিবে। (জটিলবাক্যে)

মিথ্যা কথা বলার জন্য আমি তোমাকে ঘৃণা করি। (যৌগিকবাক্যে)

তাহার অর্থ আছে কিন্তু দানের স্পৃহা নাই। (সরলবাক্যে)

বৈজ্ঞানিকরা ভূত মানেন না। (জটিলবাক্যে).

সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। (যৌগিকবাক্যে)

সে যে আর আসিতেছে না, তাহা প্রথম দুই তিনদিন লক্ষ করি নাই। (সরলবাক্যে)

উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (যৌগিকবাক্যে)

তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার হস্তে অবশ্যই দুই একজন মরিবে। (জটিলবাক্যে)

বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোল আনাই বজায় আছে। (সরলবাক্যে)

টাকা হাতে না দিলে বর সভাস্থ করা যাবে না। (জটিলবাক্যে)

মরা লোকে তো আর কথা কয় না। (জটিলবাক্যে)

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি। (জটিলবাক্যে)

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। (জটিলবাক্যে)

তিনি সত্বর গমনে কুটির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। (যৌগিকবাক্যে)

শুকনো ডান হাতে বুড়ি আমাদের দেশে অনেক আছে। (জটিলবাক্যে)

শহর হইতে যে ফোটোগ্রাফার আসিয়াছে সে সাড়ম্বরে ক্যামেরা ঠিকঠাক করিতেছে। (যৌগিকবাক্যে)

রাবণ রাজার মতো আমি নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
এদিকে অন্ন না জুটিলেও হাভানা চুরুটটি চাই। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
সে রাক্ষস কুমিরের পেট অতি কঠিন ছিল। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
আজ বাড়িতে কাজ থাকায় আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না। (যৌগিকবাক্যে)
নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
তার সংগত আপত্তি মালিকদের মানতে হয়েছিল। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
অপরাধী হলে শাস্তি পাবেই। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
কাজটা নিজের বলেই নিজেই করো। (জটিল ও যৌগিকবাক্যে)
যদি ব্যাকরণ না পড়ো, নম্বর তুলতে পারবে না। (সরলবাক্যে)
ও কথায় ভুলাইবার ছেলে নয়। (জটিলবাক্যে)
পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। (জটিলবাক্যে)
আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। (জটিলবাক্যে)
তোমার শুদ্ধ যে হত্যার বিদ্যা জানা আছে তা নয়। (সরলবাক্যে)
যদি ঝড় না আসে, তা হলেও বৃষ্টি আসবে। (সরলবাক্যে)
যাহার অভিমান নাই, তাহার দুঃখ নাই। (সরলবাক্যে)
কতদূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। (যৌগিকবাক্যে)
মাছ পড়িলে খবর আসে। (যৌগিকবাক্যে)
তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। (সরলবাক্যে)
পড়াটা শেষ করে ক্রিকেট ব্যাট হাতে নেবে। (যৌগিকবাক্যে)
তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। (জটিলবাক্যে)
একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। (জটিলবাক্যে)

... সাধুভাষা ও মান্য চলিতভাষার পার্থক্য দেখাও।

৬। নির্দেশ অনুযায়ী নীচের অনুচ্ছেদগুলি পরিবর্তিত করো।

(ক) নিজেই পায়ে করিয়া জুতা-জোড়াটা এক পাশে ঠেলিয়া দিলেন। নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোকজনসহ ম্যানেজার বাহির হইয়া গেলেন। খাজাঞ্চির সীটটাই ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি সেই গামছা পরিয়াই বাহির হইয়া গেল। ম্যানেজার তখন শশী মিস্ত্রির ঘরে তামাকের গুল ও দেওয়ালে হাত-মোছা তেল-কালি ও মাংসের হলুদের দাগ লইয়া পড়িয়াছেন। তাহার প্যাণ্টের পিছনে পর্যন্ত হলুদ ও কালির দাগ। (মান্য চলিতে)

Scanned by TapScanner

(খ) কিয়ংক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষার মূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনীবিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত। (মান্য চলিতে)

(গ) সম্মুখে পড়লো একটি পাহাড়ি ঘাট। এই সুবিসর্পিত চড়াইটা রুষ্ট চিতাবাঘেরমতো একদমে গোঁ গোঁ করে কতবার পার হয়ে গেছে। সেদিনও অভ্যস্ত বিশ্বাসে ঘাটের কাছে এসে বিমল চাপল এক্সিলেটর—পুরো চাপ! জগদ্দল পঞ্জাশ উঠল। যেন তার বুকের ভেতর ক'টা হাড় সরে গেছে। উৎকর্ণ হয়ে বিমল শুনল সে আওয়াজ। না ভুল নয়, সেরেছে জগদ্দল! পিস্টন ভেঙে গেছে। (সাধু ভাষায়)

(ঘ) সারেং যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায়নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছ'টা ঠেকনা। তবে কি ছোটো ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই? তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোনো-না-কোনো চিঠিতে লিখত। এমন সময় গাঁয়ের বাসিত মোল্লা এল। মোল্লাজি আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করে। সমীরুদ্দীনকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। (সাধু ভাষায়)

(ঙ) একটি বারমাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তারপরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা-দুটা তাহার যতদুর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। (চলিতভাষায় লেখো)

(চ) বুড়ি তাঁহার পায়ের জুতাজোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটোখাটো আয়তনের মানুষ, গুটিসুটি হইয়া বসিয়াছিলেন। একটি পরেই তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া। আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানোই যাইবে না। ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালি রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সি, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইহারা যে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়তো ইহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কী! (মান্য চলিতে)

(ছ) প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কী! কী! মাঝি, কী হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে। ওই দেখ ডাঙা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কী বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। (মান্য চলিতে)

Scanned by TapScanner